দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : 22 APR 2013
পৃষ্ঠা : ... কলাম ...

জবিতে হল নির্মাণের দাবিতে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ

ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন শিক্ষার্থীদের

জবি রিপোর্টার : আবাসিক হল নির্মাণ, বেদখল হল উদ্ধারসহ পাঁচ দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মত সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল (রোববার) সকাল থেকে ক্যাম্পাস ও মূল ফটকের সামনে গুলিস্তান-সদরঘাট সড়ক অবরোধ করে এ বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পরে সংবাদ সম্মেলনে আগামীকাল আজ সোমবার মানববন্ধন ও অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করে অবরোধ তুলে নেন শিক্ষার্থীরা। অধিকাংশ বিভাগের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করেছেন বিক্ষোভে অংশ নেয় শিক্ষার্থীরা। এদিকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ক্যাম্পাস এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে প্রশাসন।

প্রত্যক্ষসূত্রে জানা গেছে, পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১০টার দিকে শহীদ মিনারের সামনে থেকে পাঁচ হাজার সাধারণ শিক্ষার্থী 'মেসে আর থাকব না, হল আমার ঠিকানা' ব্যানারও ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে এসে শেষ হয়। এরপর তাঁরা সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন। এ সময় তারা ভিসি বিরোধীসহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাত বছর অতিক্রম করলেও একটি মাত্র হলের ব্যবস্থা করতে পারেনি প্রশাসন। এদিকে বেদখল হওয়া হাবিবুর রহমান হলটি প্রায় দেড় বছর আগে উদ্ধার করা হলেও আইনগত জটিলতা এখনো কাটেনি। এ ছাড়া ছাত্রীদের একটি হল নির্মাণের জন্য আড়াই বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকারের কাছ থেকে ৪০ কোটি টাকা পেলেও এখনো স্থান নির্ধারণ করেনি। তাই নতুন হল নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে যায়। পুলিশ প্রথমে বাধা দিলে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে বাইরে যেতে দিতে বাধ্য হন। পরে শিক্ষার্থী বাহাদুর শাহ পার্ক এলাকায় ও মূল ফটকের সামনে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে গুলিস্তান-সদরঘাট সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এ সময় তাঁরা ক্যাম্পাসে থাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের সদরঘাট ব্যাংকের মূল ফটক ভেঙে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। বেলা দুইটা পর্যন্ত এই সড়ক অবরোধ করে রাখেন তাঁরা। প্রায় দুই ঘণ্টা সদরঘাট-গুলিস্তান যান চলাচল বন্ধ থাকে। এসময় পথচারীরা আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। অনেকে পরিবহনের অভাবে বিপাকে পড়ে যান। পরে আন্দোলনকারীরা অবরোধ থেকে উঠে ক্যাম্পাসে যান। বাইরে থেকে ছোড়া ইটের আঘাতে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতিখার হাসানসহ ২ জন আহত হন। তাদেরকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে বেলা দুইটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয় এক সংবাদ সম্মেলন করেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এম এম মাজহুল হাসান। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আন্দোলনের দ্বিতীয় দিনেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আশ্বাস দেওয়া হয়নি। তাই দাবি আদায়ে আগামীকাল (আজ সোমবার) সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন ও পরে সেখান থেকে মিছিল নিয়ে পুরান ঢাকার রায় সাহেব বাজার মোড়ে অবস্থান ধর্মঘট পালন করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান বলেন, হলের জন্য জমি ক্রয় করতে চেয়ে গতকাল কয়েকটি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। জমি পেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে কাজ শুরু করা হবে।